প্রথম প্রকাশ—
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশিকা—
মনোরমা হাজরা
১৬/এ, অমূল্য চরণ পাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫৭

মুদ্রণে—
মুদ্রণীকা প্রেস, আড়িয়াদহ,
কলিকাতা—৫৭

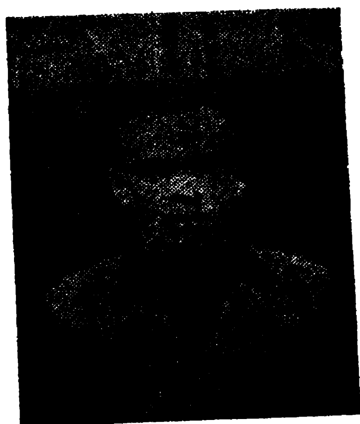
প্রচ্ছদ— শ্রীশিবনাথ বৈরাগী

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা
সাহিত্যতীর্থ কোবিদ
১৬/এ, অমূল্যচরণ পাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫৭

উৎসর্গ

স্নেহের পুত্র কণ্যাগণের

করকমলে



সূচীপত্র

কবিতায়

একটি কবিতা—পুষ্পে হ'য়ে যায় মার আরাধনা,
একটি কবিতা করে পরাধীন জাতিকে চঞ্চল;
ধন্য 'বন্দেমাতরম' !
মা—নিষাদঃ' কথা কম কিছু নয় !
একটি শ্লোকের বেগে রূপান্তর তস্কর কবিতে,
সৃষ্ট হয় মহাকাব্য সভ্যতার আদি রামায়ণ।
একটি শ্লোকের ধ্বনি আষাঢ়ের জলদেরে ডাকে
তৃষিত তাপিত বুকে বহু যুগ যুগান্তর হতে।
কবিতার শব্দে শুধু উল্লসিত হয়না শয়তান
যারা দৃপ্ত যুযুধান রণাঙ্গনে
তোলে আলোড়ন তাদেরও শোণিতে
ছন্দে গাঁথা কবিতার দুটি শব্দে !
দুটি শব্দ কবিতার হতে পারে বজ্র হাতিয়ার
শ্রমিকের, কৃষকের, নির্যাতিত কোটি মানবের,
দুটি শব্দে হয় পুঞ্জীভূত যুগান্তের গ্লানি
পূর্ণতায় ভরে দেয় প্রাণমন; আর
ব্যবধান যতো মিশে একাকার !
দ্বিধাগ্রস্ত চঞ্চল চরণ
কল্যাণের পথ খোঁজে, খোঁজে চির শান্তির বাণী
কবিতার দুটি শব্দ স্বর-ধ্বনি প্রাণসঞ্চারিণী !
কবিতা মানুষে করে উতরোল চঞ্চল ব্যাকুল ;
কবিতার প্রেমশক্তি অপ্রতুল তীব্র অলৌকিক !
কবিতার ঝংকারে অহংকার মিশায় ধুলিতে
সোহিহং ভারতত্ত্বে সঞ্চারিতে কবির প্রেরণা।
কবিতা বিপুলা শক্তি, অপরূপা !
নয় জন্মদাত্রী ভীরুতা কি শোকের
জননী সে অতৃপ্ত জনের,
কবিতার স্নেহাঞ্চলে কবি তাই নিজেরে লুকায়
সার্থক জনম ভেবে, কবি থাকে মুগ্ধ কবিতায়।

সিঁড়ি

আকাশের কাছাকাছি উঁচু সিঁড়ি দূর থেকে দেখে
সহর্ষ প্রলুব্ধ মনে ছুটে গেছি দুর্মর সাহসে
বহুবার, বহুবার চেয়েছি উঠিতে উঁচু সিঁড়িটাতে,
অধীর রোমাঞ্চে কত করেছি জল্পনা কল্পনা !
কখনো ছুঁয়েছি ভেবে শিহরণে কেঁপেছি সহসা
বাতাসের মতো তীর বেগে কিছু বিঁধেছে দুকানে
হয়ত আমারি মনের গোপন কন্দর থেকে ভাসা
অন্যতর দুর্নিবার আশা ! জানিনা, ছুটেছি তথাপি
রামধনু রঙ সিঁড়িটার কাছে যাওয়া চাইযে !
মাঝে মাঝে ঔদাসিন্যে ডুবে যায় সব অস্থিরতা
ভেসে যায় শূণ্যতায় প্রয়াসের একাগ্র অন্বেষা
বিচিত্র হিরণ্যগর্ভ অন্ধকারে মগ্ন প্রায় সত্তা
চিরস্থায়ী নয়, তাই সমীর সৌরভে ফিরে যাই
সহর্ষ প্রলুব্ধ মনে, ওঠা যায় যদি সে সিঁড়িতে
হয়ত প্রত্যক্ষ হবে সৌধ, সেই কল্পনা মিনার
কবিতা মন্দিরখানি জীবনের পরম নির্ভর।

যদি

কবিকে সদাই যদি সত্যবাদী হতে বলি
জানি না কেমন ভাবে সাজায় কবিতা তার !
কবিকে সদাই যদি সত্য-সন্ধ হ'তে বলি
জানি না কেমন ভাবে রামায়ণ লেখে তার ।
আকাশের ঘন মেঘে যদি শুধু ভাবে মেঘ
দিঙ্‌নাগ ঐরাবত হয় নাকি কোন কালে ?
দিনমণি বুকে যদি অগ্নিগোলকই দেখি
জবাকুসুম সংকাশং কখনো হয় সেকি ?
কবিকে সদাই যদি নিবেদক হতে বলি
চারণ বা বিদূষক হওয়া নাকি সম্ভব ?
কবিকে সদাই যদি গাণিতিক হতে বলি
সমুদ্র তরঙ্গ গোনা শেষ তার হবে নাকি ?
জলধি পয়ধিরূপে স্তব তার রচনায়
হিমালয় সমতুল মাহাত্ম্য বর্ণনায়
সাধ্য কি হবে তার ? বিরহী যক্ষ সে এসে
বসে তার চিত্ত পটে আষাঢ় জলদে ডেকে
বার্তা তার পাঠাবে কি বিরহিনী প্রিয়া পাশে
রচিবে কি মেঘদূত মহাকবি আর
কবিকে সদাই যদি সত্যবাদী হতে বলি ?
কবি যে আঁকে সে মনের মাধুরী দিয়ে
চিরন্তন শাশ্বত সে হয় তার নিজগুণে
কল্পনাই চিরজয়ী কবির সবুজ মনে ॥

জীবনের নাম মরীচিকা নয়

জীবনের এক নাম মরীচিকা নয়, দৃপ্ত আশা
বাঁচার অমোঘ মন্ত্র প্রাণপণে তাকে ভালবাসা।
শিশু থাকে মা'র বুকে সেই তার পরম আশ্রয়,
সহকার শাখাটিতে মাধবী যে একান্ত নির্ভয়।

নীহারিকা পায় আকাশের বুকে আশু সুস্থিরতা
তটিনীর জলে মীনকুলে তাই যতো প্রগল্‌ভতা।
মরুভূর বুকে হিমে কি নিদাঘে খেলে বালুকণা
সাগরের বুকে তরঙ্গে যে তাই এতো উন্মাদনা।

সৌরভ ছাড়া গোলাপ কি কখনও ফুটিতে জানে
সুরসঙ্গতি বিনা মাদকতা নাই কোনো গানে।
পৃথিবীর বুকে মানুষ তেমনি সমাজ নির্ভর
বিরাগী কি সহযোগী—বিশ্লেষণ অবান্তর।

স্বজাতি স্বদেশী, পুরুষ, প্রকৃতি তর্কাতীত তথা
মানুষ না হ'লে অচল মানুষ—চিরন্তর সত্য।
সমাজে মানুষ তাই একে অপরের সাথী, আশা
এ জীবন মরীচিকা নয়, চাই তাকে ভালবাসা।

কিছু স্মৃতি থাক্

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারা এ পৃথিবীর একান্ত আপন
সবারে শিয়রে রেখে মহানন্দে ঘোরে রাত্রিদিন
বক্ষে ল'যে হিমগিরি রুক্ষ মরু জলধি বিশাল
নাচে যেথা উদ্দাম অবিরাম তরঙ্গ উত্তাল
কোথা বহে ঝর্ণাতার কণ্ঠ হার বক্র চিক্কণ
সগর্বে উন্নত শির অরণ্যানি কোথাও ভয়াল।
অগ্নিগর্ভা ধরণীর অন্তঃস্থল ভেদি আগ্নেয় পর্ব্বত

উদ্গীরণ করে লাভা গলিতাগ্নি দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে
বুদ্বুদের মত সেথা জীবজন্তু পতঙ্গ মানুষ
জন্মে নিত্য! স্থিতি বৃদ্ধি গতি কিংবা অস্থির প্রয়াণ
তারি মাঝে করে তবু বৈচিত্র্য বিকাশ, অদ্ভুত রচনা
অযুত যুগে ও যাহা অসম্ভব স্বাপ্নতে কল্পনা!
এ মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি করে স্বর্ণাভ দিনের,
এ মানুষ পর্ব্বতের বুকে রচে সুরম্য নগরী,
দুর্লঙ্ঘ সাগর বুকে সেতু রচে লৌহ প্রস্তরের,
আকাশের বিজলীকে ধরে রাখে আপনার গৃহে,
মহানন্দে পাড়ি দিয়ে মহাশূন্যে করে বিচরণ,
লক্ষকোটি পথ ভ্রমি চন্দ্র বক্ষে করি অভিযান
আপন বুদ্ধির বলে মর্ত্তভূমে জনতার মাঝে
সযত্নে রচনা করে অপার্থিব স্বর্গের সুষমা
অমৃতের ধারা আনে গরলের স্রোত রুদ্ধ করি
আত্মপর সর্বজনে সিক্ত করে স্নেহ প্রীতিরসে।

জন্ম যদি সে মানুষের গৃহকোণে, নিরর্থক নয়
জীবন যৌবন কিংবা ক্ষণিকের বিচরণ সেথা।
স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রেখে কিংবা ঐ জনতায় মিশে
হাসি ও অশ্রুতে ভেসে ব্যথায় ও বেদনায় গলে
দুঃখের দহনে জ্বলে কিংবা সর্ব্বংসহ হ'য়ে
কিছুদিন স্থিতি হয় যদি এই মানব সমাজে
না হোক বিরাট নেতা, শিল্পী কিংবা বিরাট গায়ক
তবু তার স্মৃতি থাকে অমলিন কোনো প্রিয়মনে
তবু তার স্মৃতি থাকে মিশ্রিত কোনো পথরজে,
তবু তার স্মৃতি থাকে জাগ্রত যে কোন মার বুকে,
তবু তার স্মৃতি থাকে চিহ্নিত যে কোন দেউলে
একদিন মেলেছিল যেথা সে হৃদয় পদ্মদলে
তাইতো আজ ও কিছু লিখে যায় কবির লেখনী
প্রাণ যদি যায় যাক্ এ জগতে স্মৃতি কিছু থাক্।

অহেতুক

স্বর্গ ছোঁয়ার প্রত্যাশাকে কল্পণায় গেঁথে
সাধনার মাঝপথে স্থির একাগ্রতা
বাধা পায় অহং এর উঁচু পিরামিডে ঃ
অজ্ঞান্তে অবচেতনে জলবিম্ব প্রায়
ভেসে যায় অতর্কিতে চিত্ররূপ রেখা
নিরুৎসুক দৃষ্টিপাত হয় শুধ্সার,
ন যযৌ ন তস্থৌ দ্বিধাগ্রস্ত যেন !
প্রলয় ঘটায় তবু
রুদ্ধ অভিমান।
অহেতুক কম্পমান দুর্ব্বাসার মত
ধূলায় লুণ্ঠিত করে আত্মার সম্মান।

পাইনে হিসাব

সংসার নদী তীরে ঢেউ গুনে গুনে
কখনো বা শান্তনীরে প্রতিবিম্ব দেখে
কাটে যদি দিন শুধু আলস্য বিলাসে
জমা হলো কতখানি পাইনে হিসাব।

সংসার মরুবুকে বালুকণা দেখে
সূর্য্য কিরণে তার সোনালী আভাকে
লক্ষ্য করে রচি শুধু মৃগ-তৃষ্ণিকা
কতখানি মেটে তৃষা পাইনে হিসাব।

সংসার গহনে দেখি মৃগদাব কোনো
চলার গতিটি যদি আয়ত্বে না থাকে
প্রলুব্ধ চরণ দুটি অবাধে সঞ্চারে
কতখানি লাভ হয় পাইনে হিসাব।

সংসার অঙ্গনে যদি দ্যূতক্রীড়া দেখে
দুর্নিবার চঞ্চল অকারণ মন
খুঁজে ফেরা ক্রীড়া সাথী, লাভালাভ কিছু
কতখানি সমীচিন পাইনে হিসাব!

সংসার ভবনে যদি অশান্ত স্বপনে
রঙ্গীন ফানুস দেখি দিশা ভুল হয়
স্খলিত বঙ্কিম দ্রুত হয় পদক্ষেপ
সার্থক ভ্রমণ কিনা পাইনে হিসাব!

আগামী শতাব্দীতে

হে শতাব্দী, এসো তুমি, পাদ্য অর্ঘ্যে করি আবাহন
নূতন দিনের সাথে নিয়ে এসো মন্ত্র সঞ্জীবনী,
নিয়ে এসো তারি সাথে উদ্দীপিত প্রাণ, কিছু গীতি,
অমিয় স্মরণে যার ক্লান্তি যাবে, শান্ত হবে ধরা!
নিয়ে এসো জীবনের মজুভাষ কিছু প্রতিশ্রুতি
অবসন্ন ক্ষুব্ধ প্রাণে বিচ্ছুরিত হবে যার জ্যোতি।

হে শতাব্দী, এসো তুমি যুক্তকরে করি আরাধনা
নূতন সূর্যের রঙ নিয়ে এসো পৃথিবীর বুকে,
প্রতি প্রাণে প্রীতিপূর্ণ উল্লসিত আশার রোমাঞ্চ
পবিত্র প্রেরণা কিছু, স্তব্ধ করি ত্রিশঙ্কু দুঃখকে
জতুগৃহে শয্যা পেতে তন্দ্রাচ্ছন্ন মনুষত্বে দাও
জাগ্রতের বল আর বাঁচার রক্তিম শক্তিকণা!
ধরিত্রীর আশা তাই! কাম্য নয় সান্নিধ্য তোমা
দর্পিত হুঙ্কারে কিংবা চুম্বনের স্পর্দ্ধিত আশায়।

বক্ষে তার ডালিভরা শতদল শ্রদ্ধায় আপ্লুত
মহত্তম অতিথির পদস্পর্শে ধন্য হয় যদি
অতৃপ্ত বাসনা! শান্ত যদি হয় বিগত দিনের
মালিনা ভরা ক্ষোভ, তৃপ্ত হয় একাগ্র প্রতীক্ষা
প্রার্থ তাই হে শতাব্দী, এসো তুমি নবতমরূপে
এসো তুমি বিকশিতে প্রতি প্রাণ নবীন গৌরবে

পরিক্রমা

সারাটি জীবন যদি সংগ্রামী হতে হয়
ছয়জন মহারথী ঘিরে রাখে চক্রব্যূহ
সারাটি জীবন যদি আয়ুধ সন্ধানে যায়
মৃত্যু কি হাসেনা শুধু দুর্বিষহ দম্ভভরে
তিলে তিলে দিতে জ্বালা নিত্য সূচাগ্র প্রমাণ
হতাশার বিষ ঢেলে দাঁড়ায় অনতিদূরে ?

সারাটি জীবন যদি গাণ্ডীব হাতে থাকে
কাণে বাজে অনর্গল অস্ত্রের ঝনঝন
কেমনে মুক্তির মন্ত্র নীরবে সাধিত হয়
কেমনে ভজনা হয় অবলোকিতে শ্বরে ?
কেমন চিত্তের পটে জাগে নির্মোহ তপস্বী
জীবনের অধীশ্বর হয় শান্ত যোগেশ্বর ?

যুযুধান শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে আবর্ত্তন
কদাচিৎ পূর্ণোদ্যমে শূন্যগর্ভ আস্ফালন
একান্তই সার যদি, সংগ্রাম কি শেষ ?
যুগান্তের অভিমন্যু সপ্রশ্ন হৃদয়ে ফেরে
সংসারের চক্রব্যূহে পরিক্রমা অবিরাম
সংখ্যা তার অল্প নয়, অযুত প্রমাণ।

কেন ?

এ পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরী এক খেলা।
আধেক সলিলে ভরা আধেক বায়ুতে
দেহখানি সৃষ্টি তার ঘূর্ণমান তবু করুণায় দ্রবণীয়,
মাতৃস্নেহ ভরা এ পৃথিবী শুধু জননীর প্রতিরূপ।
মাটির আদ্যক্ষরে তাই মা শব্দ যে !
এ মায়ের বুকে—
যুগ হতে যুগান্তরে সৃষ্টির বৈচিত্র্যে
লক্ষকোটি পশুপক্ষী জীব জন্তু কীট
জন্মে আর মরে।
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর সেও আসে যায়—
কেউ রেখে যায়—
মহৎ কীর্ত্তির চিহ্ন এ মায়ের বুকে।
কেউ মোহবশে নিজেতে বিভোর থেকে
সময় সাগরে মেশে বুদ্বুদের মত।
তবু কোনদিন সৃষ্টির বিরাম নেই
সহযোগিনী যে মায়ের আত্মজা শত
মায়েরই সৃজন ব্রতে নিয়োজিত প্রাণ।
অম্লানবদনে স্তন্যদানে রাখে শিশু
সেবাব্রতে মুমূর্ষুর অমূল্য জীবন
নিত্য করে দান, তবু কোনো অসম্মান
করে না সে মহামায়া জননী পৃথ্বীর !
তবু মাঝে মাঝে কেন অকৃতজ্ঞ শিশু
মাতৃনাম ভুলে যায় ? ভুলে সৃষ্টিতত্ত্ব
মানবজন্মের গ্লানি পশুর বিকাশে
মদগর্বে করে অপমান মাতৃস্নেহে, চিহ্ন রাখে কলঙ্কের ?

জাতির গৌরবে মসীরেখা কেন আঁকে সুনিপুণ হাতে ?
মাটির মায়ের মত তার আত্মজাকে
কেন বা যায় না বলা, "জননী চিন্ময়ি।
তোমার আশীষ রেখে সন্তানের শিরে
জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, দাও দিব্যদৃষ্টি
আপন সত্বায় যেন করি অনুভব
তোমার বিচিত্র শক্তি প্রতি পলে পলে।
প্রাণ দিয়া রাখি যত মায়ের সম্মান
সত্যের অম্লান শিখা হোক জ্যোতিষ্মান।
তবু যদি থাকে কোন দীনতার পাপ
অনুতাপ অশ্রুনীরে মুছে সব যাক।

আঘাত

শরীরে আঘাত পেলে যন্ত্রণা ভীষণ
পীড়া দেয়,
ছিন্ন হয় গ্রন্থি কখনও !
শিয়রে আঘাত পেলে
বিলুপ্ত চেতন,
কখনো অসাড় হয়
স্মৃতি শাক্তিটুকু !

হৃদয়ে আঘাত পেলে
হয় না মরণ
তীব্র অনুভূতি জাগে তার কোষে কোষে
বেদনার সঞ্চরণ মুহূর্তে অপলকে।
ধ্বংস নয়, সৃষ্টির আবেগ ভীষণ
মুক্ত করে রত্নাকরে
নব রামায়ণ
সৃজন ও সম্ভব হয় সে মুহূর্তে কোনো।

——

অনুভবে অতুল বিভব

অনুভবে জমা হয় অতুল বিভব,
সত্যের সীমানা যদি ছুঁতে পারা যায়
মিথ্যার নাগপাশ ছিন্ন ভিন্ন করে
সম্পূর্ণ বিদীর্ণ ক'রে
সংশয়ের জাল।
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্মৃতির কঙ্কাল
সূর্য্যস্নাত কোনো প্রাতে ধ্যানমগ্ন চিতে
অকস্মাৎ যদি কোনো জাগে অনুভব
সত্য সে তুলনাহীন,
অক্ষয় অব্যয়!
জীবনে এমন লগ্ন কতবার আসে
অপরিজ্ঞাত।
তবু অপেক্ষায় থাকা—
সেও হতে পারে একদিন,
প্রতিদিন,
কিংবা সে একযুগ, অথবা অনেক
ক্ষতি নেই; অনুভবে অতুল বিভব!

দেউটি

নিরাশার ঘূর্ণাবর্তে মন্দ স্রোতে ঘুরে ফিরে যদি
ক্রমশঃ নিস্তেজ হয় প্রত্যঙ্গের শিরা উপশিরা,
অবসন্ন দেহতন্ত্রে অকস্মাৎ না ওঠে রণন
মগ্নপ্রায় দ্যোতনায় না জাগে উত্তাপ,
সহসা নিঃশেষ প্রায় প্রাণ শক্তি দেহকাণ্ড হতে
সে মুহূর্তে অতর্কিতে যদি কারো ক্ষণ আবির্ভাবে
চকিতে স্ফুরিত হয় ক্ষণপ্রভা একটি দেউটি
তরঙ্গিত হতে পারে সুপ্ত সত্বা অশ্রুত সংলাপে।

নিস্তরঙ্গা অন্ধকারে পাড়ি দিয়ে কাটে যদি দিন,
হিসাব নিকাশ শেষে ধরা পড়ে বাকী শুধু ঋণ,
ভগ্ন প্রায় দেহলীতে সূর্য্য স্নাত রশ্মি নাহি আসে
মনে হয় কোনো মতে জ্বেলে রাখি একটি দেউটি
হয়ত সহজ হবে খুঁজে পাওয়া অনতি দূরেতে
সামান্য পাথেয় কিছু অকিঞ্চন তবু সমাধান
আংশিক হয়ত বা পূর্ণতর আঁধার স্খলন
ঋদ্ধিসহ হয়তবা পূর্ণ অবসান

—

তোরণ

সম্মুখে ওই বিরাট তোরণ
বন্ধ দেখে বৃথাই ভয়
আঘাত দিলেই জাগবে কাঁপন
আসলটা যে অটুট নয় !
ভোলা মনরে ভুলিস কেন
কবির বাণী—একলা চলোরে
বিজয় রথ যার এগিয়ে গেলো
বিশ্বভুবন পাগল করে।
আজো তার ডঙ্কা বাজে—
কার না মনে পেলেন ঠাঁই
বিশ্বনাথের দেউলতলে
নিরাশ্রয়তো কেহই নাই !
কথার পরে সাজিয়ে কথা
ওমর আছেন আজো বেঁচে
কালিদাসের একটি শ্লোকে
কার না আজো হৃদয় নাচে !
জীবনানন্দ বাঁচিয়ে ছন্দ
গেছেন করে লোকান্তরে
সুকান্ত যে একাই খেটে
দিলেন, শক্তি উজাড় ক'রে
আজ তারা তো বিস্মৃত নয়
স্মৃতিটুকু জগৎ রাখে
কথার মালার প্রতি ছন্দেই
সান্ত্বনা তাই অটুট থাকে।

প্রতিদিন ঘাটে সূর্য্যোদয়

পৃথিবীর ভালে প্রতিদিনই ঘটে রক্তিম সূর্য্যোদয়
সব মানুষের ভাগ্যাকাশে হয় না যে যুগপথ !
বর্ণালী শোভা ছড়ায় যখন
পথে প্রান্তরে সোনা
রোগাক্রান্ত প্রতিবন্ধীর অনেকেরই দেখা হয় না !
কালোর পর্দ্দা ঢাকা থাকে
আলোর সিংহদ্বারে।
ভাবে বারে বারে—
রুদ্ধ কারায় জগৎটাকি নগণ্য কি ছার প্রাণ
জন্মান্তরে ছিল কি অনেক ঋণ
নাই কোনো সমাধান !
জগতের বুকে প্রতি প্রত্যুষে আলোকের ছোটে বণ্যা
সামান্য তৃণেও করে অনন্যা !
তবু কেন ব্যবধান
তবু কেন কিছু মনে
আঁধারের গ্লানি থাকে অম্লান !
তুচ্ছতার অসঙ্গতি হতাশার ভীতি—
কেন অনির্ব্বান ?
কেন বা ঘটায় অলিক বিলম্ব
সূর্য্যোদারে লগ্ন !
আমরা তো ধন্য স্বাধীণতায়, বরেণ্য যে সভ্যতাও !
সমতা কেন বা স্বপ্ন
দুস্তর কেন বা অপনোদন
মুমূর্ষুর প্রাণ অবাধ অশ্রু
সূর্য্যোদয়ের তাপে।

খুশির জোয়ার

সব কিছুই লাগছে ভালো
মন্দ ভালোর ধরাবাঁধা সংজ্ঞা যখন অস্পষ্ট,
অতএব মানিয়ে চলতে নেইতো কষ্ট।
যে যার রুচি মত যাচ্ছে হেঁটে
যাক্ না একটু বেঁকে চুরে ঘুরে
"যত মত তত পথ" বলেই আসবে
আসবে সবাই সেই মোড়ে আসবে
জনতায় যেথা একাকার
বর্তমানকে পেয়ে অতীকে ভোলে
কি হবে কি হবে ? এই সংশয়ে দোলে।
ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত যে অন্ধ তিমিরে
কলরোলে স্তব্ধ ভাষা, সমুদ্র
প্রশ্নের সমুদ্র, তবু খুশির জোয়ার।

মানুষই থাকবে

মানুষের জগৎটা শূন্য নয়, নয় শব্দহীন
আজো তার মন নয় নিঃস্ব, স্নেহ প্রেম দয়াহীন
লুণ্ঠন রাহাজানি নরহত্যা শঠতা ডাকাতি—
মুষ্টিমেয় করতলে, নয় জানি সবার বেসাতি !
সম্মান প্রতিষ্ঠা যশঃ এতকাল যাছিল বজায়
স্বার্থান্বেষী অবিচারে কখনো বা হয় লুপ্তপ্রায়
কিন্তু তা ক্ষণিক চেষ্টা; অনেকেই লক্ষ্য রাখেন
কোন্ কর্মে ব্যস্ত কেবা—নিরপেক্ষ কেবা থাকেন
বহুবার হয়েছে ধ্বংস প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে দেশ —
নিজেও মরেছে বহু, তবু হয়নি নিঃশেষ !
ধরণীর বুকে আছে জল বায়ুতেজ আর ক্ষিতি—
মানুষী মায়ের বুকে করুণার নেই পরিমিতি ।
অনেক সন্তান বুকে থাকে তারি করুণা প্রসাদ
যদি কিছু ঘৃণা থাকে মেনে নিতে সে তো নির্বিবাদ-
কিন্তু সে ঘৃণার পরে আসে কিছু আক্ষেপ ও লজ্জা
মানুষের কাঠামোতে অস্থি সাথে আছে মেদমজ্জা ।
হিংসার সংগ্রামে মাতে, স্নেহে প্রেমে তথাপি জাগবে
মানুষের পাশে ইঁট কাঠ নয় মানুষই থাকবে ।

যাবো আমি হিমাদ্রিতে

তোমরা সাহায্য করো যাবো আমি হিমাদ্রিতে।
আশে পাশে কাছে ভিতে—
ত্বচোখ পায়না কিছু
পাত্বটো হাঁটে না পিছু ক্রমশঃ এগিয়ে চলে তথাপি
স্থানুর মত
কখনো বা ইচ্ছামত
থেমে যায় ইতস্ততঃ চিন্তারই সূত্র খুঁজে
আবার চঞ্চল গতি বিশ্বাস হারায় যদি !
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে—
কেবা করে কলরব, কে কোথায় দেয় ডাক
কে গায় কিসের গান ? কোন্ সুরে বাঁধা তান ?
কিসে হয় অপমান
জমিয়ে বা অভিমান সুফল হবে কি কিছু ?
বোঝে না এ মন তাই দ্বিধাগ্রস্ত চঞ্চল।
সমতল ত্বর্বিসহ, অসামা যে উর্দ্ধবাহু
সুখ ত্বখ লাভালাভ ক্ষয় ক্ষতি অনুভূতি
এমন রাখে না কিছু
ফিরিতে চায় না পিছু
চায়না বেড়াতে আর আশে পাশে চারি ভিতে
তোমরা সাহায্য করো, যাবো আমি হিমাদ্রিতে।

মানুষ হৃদয়

অশক্ত অক্ষম হ'লে
খুঁজি জন অরণ্য ফেনিল উচ্ছ্বাস
নাইবা পেলাম বরেণ্য
ভালবাসায় সবি ধন্য,
তৃণের আগুন ও অল্পনা
সেও যে জোগায় বাঁচার উত্তাপ
মুমূর্ষু হয় যে ধন্য।
মানুষ হৃদয়!
দাম তার নয় নগণ্য
না থাক বিলাস।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে তৈরী,
হ'তে পারে
কখনো বা সামান্য স্বৈরী!
ভালবাসলেই তবু কৃতার্থমন্য
সামান্যকেও করে বরেণ্য।

রাজপথ

মাঝে মাঝে মনে হয়
গলি ছেড়ে চলি রাজপথে !
মাঝে মাঝে মন চায়
কুঁড়ে ছেড়ে উঠি রোয়াকেতে !
ভোরের সানাই বাজে হয়ত বা কোনো দূর গৃহে
প্রভাত অরুণরশ্মি ছেয়ে ফেলে পূর্ব্বাকাশ খানি
অজ্ঞাতে তখনই মন হয় যেন ব্যাকুল এমন
যেতে চায় ছিঁড়ে ফেলে ঘূণ ধরা পুরানো বাঁধন ।
মাঝে মাঝে মনে হয়, ক্লেদ ঘন আবদ্ধ তড়াগে
আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে
বৃথা দেখা আলোর স্বপন !
ছুটে যাই ত্রাস্তপদে
সদা যেথা কলরব
সেই রাজপথে—কোন মতে;
আজন্মের সাধ হবে শেষ
কিন্তু কি বিষাদে মন ভারাক্রান্ত নির্ণীমেষ
জলদ গম্ভীর স্বর অকস্মাৎ গোপনে গর্জ্জায়
'সাহস কি দূর্বিনীত ! অর্জ্জিত কি শক্তি যথাযোগ্য
সুবিস্তীর্ণ রাজপথ
অপ্রশস্ত গলিপথ নয়' ।
বিতথ হৃদয়ে তীব্র কসাঘাত দুঃসহ ভীষণ !
নিমেষে তখনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত অশান্ত এমন
নিমেষে তখনি প্রাণ কেঁপে ওঠে, ঘটে বিস্মরণ
ক্ষণ-উল্লসিত চঞ্চল চরণ স্তব্ধগতিপ্রায়
"রাজপথ নয়" ।
পিছু ডাকে কে সে পিছনে ফিরায় ॥

নেই কিছু প্রতিকার

যত করি আস্ফালন মুখোশেতে ঢেকে মুখ
বুকটা ততই কাঁপে ধুক ধুক ধুক ধুক !
জমাট তুষার রাশি গলে যায় যে উত্তাপে
ফল্গুর স্রোত ওঠে ওপরেতে যেই চাপে
তার চেয়ে কম চাপে হৃদয় উৎস খোলে,
পাষাণ চিন্তার রাশি লাভা হয়ে যায় গলে ।
স্বরূপ গোপন করি অপরূপ মেকি সাজে—
লুকোচুরি খেলা হয় আলো আঁধারির মাঝে ।
নকল রঙের ছাপ বিদ্রূপ করে যতো
মুখোশ খুলিতে ভয় বেড়ে যায় আরো ততো,
ওপরেতে আস্ফালন ভিতরে জ্বলন সার
সভ্যতার অবদান ? নেই কিছু প্রতিকার ।

আমাদের বেগ আছে

আমাদের ক্ষুধাটুকু বাড়ে প্রতি দিন
প্রতিদিন বেড়ে চলে তীব্র এক জ্বালা
শরীরের কোষে কোষে
সূক্ষ্ম অনুভূতি !
উন্মাদনা বহিরঙ্গে অপ্রকাশ্য তবু
বিস্তৃভিয়াসের উদ্গীরণ চায়
অশক্ত অক্ষম মন
অন্তরেই জ্বলে !

আমাদের যাচঞা আছে
প্রতিবন্ধী নয়— গতি তার তীব্রতম !
মানেনা বয়স—
মানেনা জাত কুল শীল
ধনী কি দরিদ্র সমগোত্রী সমশ্রেণী
উচ্ছলতা দৃপ্ত তেজে ভেঙ্গে দিতে চায়
অসাম্য বিচার প্রাবন্ধিক সমাজের
নিগড় কৌশল ক্রূর উদ্দামতায়
তথাপি সন্ত্রাস্ত মন
তাই পশ্চাৎ গমন।

আমাদের বেগ আছে—
স্মৃতি আনে যতো
দুর্নিবার প্রগল্‌ভতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্ষণে
বেদনার ফল্গুস্রোত লাভা হ'য়ে গ'লে
বিধ্বংসী প্লাবনের তীব্র স্ফীতি চায়
বিন্ধ্যকে লঙ্ঘন ক'রে

অপার সমুদ্রে
দুরন্ত [illegible] সে হতে চায় একাকার
আমাদের পর্যুদস্ত মন
অকারণ কখনও সন্ত্রাসে করে পশ্চাৎ গমন।
তথাপি !
তথাপি হতে ওপারে
কোন একদিন
অমিত বিক্রমে সব নিয়ে নিরাকার
আমাদের বেগ আছে দৃপ্ত দুর্নিবার।





ঝংকার

জীবনে যদি না বাজে সুরের ঝংকার
র'বে কি শংকার কারণ কিছু ?
জীবনে যদি না শুনি অর্থের টংকার
পাথেয় সামান্য হয় পথও সরল।
র'বে কি আশংকা তবু প্রতি পদক্ষেপে
নির্মোহ স্বপনখানি হবে না সুখের ?

জীবনে যদি না বাজে বীণার ঝংকার
জনপদে স্থানটুকু নাই যদি মেলে
উন্মুক্ত গগনতলে অবারিত ভূমি
শ্যামাঞ্চল পেতে যদি দেয় হাতছানি
মরণ কি হবে তায় অতীব শংকার
পৃথিবীর দিনগুলি আরো কি দুঃখের ?

জীবনে যদি না শুনি মধুর ঝংকার
মনের দর্পণে যদি নাই ভাসে ছবি
পাথেয় সামান্য যদি পথও সরল
নির্মোহ যাত্রা কি হয় অতীব শংকার ?

সেই দিন

যতবার বন্ধ করি জানালা দুয়ার
ততবার ফিরে আসে দুর্ব্বার সমীর
অসম্ভব বেগে,
সব করে উচাটন ;
যতবার রুদ্ধ করি মনের দুয়ার
ততবার আসে ফিরে কোন্ রন্ধ্রপথে
দুর্নিবার চিন্তারাশি দ্বিগুণিত বেগে !
কিন্তু যতবার খুলি স্মরণগ্রন্থি সে,
যতবার মেলি যত্নে উৎসুক নয়ন
ততবার ফিরে আসে প্রতিহত হ'য়ে
সাথে নিয়ে
অবাঞ্ছিত গভীর হতাশা
আসেনাতো ফিরে সেই প্রত্যাশিত দিন।
যার কাছে ক্ষমা চেয়ে
শোধ করি ঋণ !
ভুল ত্রুটি আরো জমে
ভারি হয় বোঝা
তবেকি প্রলয়ে মিশে হবে শেষ আশা ?

এ জনমে আর

এ জনমে আর
তলোয়ার হাতে নিয়ে শাবল গাঁইতি ধ'রে
হ'লোনা দাঁড়ানো পথে, দেয়া হলোনা হুঙ্কার।
ভয়ের পাহাড় ভেঙ্গে
সাহস শিখরে ওঠে
হলোনা আঘাত হানা রুদ্ধ দুয়ারে যদি
জমা হলো কতখানি দুষ্প্রাপ্য ধিক্কার
মুখর দিনের শেষে কবোষ্ণ সন্ধ্যায়
স্মৃতির পেটিকা খুলে দেখা হবে সার
তাই ভাবি বার বার!

এ জনমে আর
বেয়নেট হাতে নিয়ে, পিঠে নিয়ে ভারী বোঝা
হলোনা দুরূহ কোন ক্ষিপ্র অভিযান
দুর্লঙ্ঘ পর্ব্বতে—
ঊষর মরুতে
বিজন গহনে কিংবা দূর কোনো গ্রহে;
হলোনা সৃজন কোনো বজ্রের ঝংকার
মুখর দিনের শেষে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
স্মৃতির পেটিকা খুলে দেখা হবে সার
প্রাপ্য যে কতখানি দুষ্প্রাপ্য ধিক্কার
ভাবি তাই বার বার।

এ জীবনে আর
বজ্র নির্ঘোষ বাণী আগ্নেয় নিশান
সদর্পে বহন করে হলোনা যে অভিযান
গর্বের প্রাসাদ শীর্ষে
অসাম্যের তুঙ্গ দেশে

সারা দিন শুনি উর্মিমালার গান
জীবন সৈকতে নিয়ে নিস্তেজ আঘ্রাণে
মুখর দিনের শেষে কবোষ্ণ সন্ধ্যায়
স্মৃতির পেটিকা খুলে করিয়ে বিচার
প্রাপ্য যে কত খানি দুষ্প্রাপ্য ধিক্কার

——

প্রান্তর

পত্র পুষ্পে ভরা শ্যামা বসুন্ধরা
প্রকৃতিকে বুকে নিয়ে
কখনও সেজে থাকে মোহময়ী
মায়াবিনী – অপরূপা !
হিমাদ্রি শিখর হ'তে জলধিতে
নিত্য তার নবলীলা
উষর মরুতে সৃজি মরীচিকা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকে দহে,
কখনও বা ঝর্ণাধারায়
সিক্ত করে বুভুক্ষিত প্রাণ,
বক্ষে ধরে কল্লোলিত উচ্ছ্বসিত বেগবতী স্রোতস্বতী
তবু তার তৃপ্তি নেই
শান্তি নেই আপন সৃষ্টির মাঝে !
মাঝে মাঝে রাখে তাই
সৃষ্টি ছাড়া কোনো উদাস প্রান্তর
যেন এক যোগসূত্র রূপে—
নিত্যকার সমাহৃত কাজে— !
মানুষের জীবনেও ঠিক তার প্রতিরূপ
নিত্যদিন আছে
সুখ-দুঃখ আনন্দ বিভব
মাঝেতে অন্তররূপে
উদাস প্রান্তর কোনো
নির্দ্বিধায় সৃষ্টির মাহাত্ম্যে যেন।

——

চাবুক

ক্ষীণকে চাবুক মেরে সোজা যদি করা যায়
সবলে চাবুক মারা কাজটি সহজ নয়।
অন্ধকে চাবুক মেরে দৃষ্টি কি ফেরানো যাবে।
কাণাকে চাবুক দিলে কাণ আরো বিগড়াবে।
খোঁড়াকে চাবুক মারা পাস্তাঙ্গার নামান্তর।
রোগীকে চাবুক মেরে যন্ত্রণা জীবন ভর!
রোগাকে চাবুক মেরে নিজেকে কাঁদতে হবে
অভুক্ত চাবুক খেলে ক্ষুধাতার বেড়ে যাবে।
শিশুকে চাবুক মেরে বাড়ানো যে নির্দয়তা
নিদ্রিতে মারলে চাবুক সহজে বোঝে কি তা?
সে যুগের ডাকাতেরা, কখনো বা জমিদার
আড়ম্বরে জানাতো যে চাবুকের ব্যবহার।
সমাজের উঁচুস্তরে ছিল খুব সমাদর —
আধুনিক অস্ত্র পাশে হ'য়েছে সে হতাদর।
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুঃখ দৈন্য অপমান
কুরে কুরে খেয়ে যদি করে দেয় হতমান
চাবুক কোথায় চলে? সে কি দিতে পারে আশা
ব্যথাহত মুমূর্ষু প্রাণে কিছু দৃপ্ত ভাষা?
সুসাম্যে রচিতে পারে কোনো অপূর্ব্ব বিধান
নিপীড়িত বুভুক্ষুর প্রশ্নের সমাধান!

——

শতদল

পৃথিবীতে এসে অনেক চাওয়ার পরে
কিছুটা পাওয়ার শেষে
যত সাধ বাকী
কিছুতার নাই যদি পাই কোনো দিন
ক্ষোভ রেখে লাভ নেই, নেই ক্ষতি কিছু !
কি হবে তাকিয়ে পিছু !
মুখর কি মৌন
প্রধান কি গৌণ
পিছনের দিনগুলি
হিসাবের খাতা খুলি
কিবা প্রয়োজন খুটিয়ে দেখার।
কিবা প্রয়োজন ফেলে দুফোঁটা চোখের জল
শ্বেত শতদল
যদি ফুটে ওঠে মনের নিভৃত কোনে
সব চিন্তার কামনার গতি থেমে
শুক্তির বুকে মুক্তারই মত
যদি কিছু জমে ওঠে অসতর্ক ক্ষণে
তাতেই হোক্ না ধন্য—
জীবন সামান্য ! নই থাক পরিমল
পাপড়ি যদিবা মেলে শ্বেতশতদল
ক্ষোভ ব্যথা অশ্রুজলে সব একাকার
নিস্তরঙ্গ সীমাহীন, স্থির অচঞ্চল
হৃদিশত দল।

এইতো মানুষ

সুখ আর দুঃখ ঘোরে নিত্য চক্রাকারে
জেনেছি আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে
তাই যুদ্ধ করি সারাটি জীবন ধরে
একটিকে দূরে রেখে অপরটিকে পেতে !

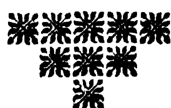
"মারি নিয়ে ঘর করি" মরণে ডরি না
কবি যে বলেই গেছে বহুকাল আগে
তাই চাঁদ দেখে রাত জাগি গান লিখি
কণ্ঠ ভরে পান করি ! দীর্ঘ অভিযান
তারি অভ্যন্তরে—অন্বেষা মানব ধর্ম !

বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূকে দেখে—
মাতৃ সম্বোধনে এখনও মুখর কবি ॥
নারী দেখে প্রেম করা কৃষ্ণ লীলা ভ্রমে
সীমাবদ্ধ মুষ্টিমেয়ে—সেও পশ্বাচার !
আলোর নীচেই অন্ধকার কিছু থাকে
নির্বোধে প্রলুব্ধ করে এখনও অনেকে
স্বার্থ সিদ্ধি বড় আশা ! আদরিনী মাকে
প্রকৃত সন্তান জানি মাথাতেই রাখে ।
পিতা হ'তে শতগুণে বরণীয়া তিনি ।
এ জগতে হাতে গোনা যায় পরশুরাম ।

সহজে প্রবঞ্চনা মানুষ করে না !
দেবতা যখন সুধা থেকে পারিজাত—
সবি করে আপনার ভোগ্য বস্তু গণ্য—
সুকৌশলে দূরে ঠেলে বঞ্চিতে গৌরবে
সগৌরবে সাজায় মন্দির তোরণ

দানবের জন্ম হয় ক্ষোভের অনলে
ক্ষুধা তার বিশ্বগ্রাসী; বিচারবিহীন
সে চায় সংহার সুন্দরের সৃষ্টি যতো।

সূর্য।চন্দ্র গ্রহে সৌরবিশ্ব যত দিন—
ঈশ্বরে বিশ্বাস ততদিন অনির্ব্বান
পাপাচারী রত্নাকর, মোহ ভঙ্গে ঋষি—
দ্বিজত্বে মহত্ত্ব লাভ পূর্ণ বাল্মীকিতে।
দেশে দেশান্তরে আজো সাধনায় রত
লক্ষ কোটি জন। বহুধা যদিও পথ—
শান্তির ললিত বাণী – অন্বেষণে রত!
সবারই কামনা, মহাজীবনেতে লয়
অণু পরমাণুরূপে অনাদি অনন্তে
এই তো মানব! চক্রবৃত্তে ঊর্ণনাভ।



যদি শুধু দুঃখ নিলয় হ'তো

এ পৃথিবী যদি শুধু দুঃখ নিলয় হ'তো
সুখ তবে বহু আগে কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতো!
এ ধরণী যদি শুধু গানের ভুবন হতো।
স্বর্গের চাবি খুঁজে কে আর হতাশ হ'তো।
এ পৃথিবী যদি শুধু রঙীন ফানুস হ'তো
নীলাভ আকাশ ছেড়ে কেউ কি ভূমিস্থ হ'তো!
এ ধরিত্রী যদি শুধু নিরুত্তাপ মাটি হ'তো
হিমগিরি বুক থেকে ঝর্ণা কি নেমে যেতো?
এ পৃথিবী যদি শুধু উষর মরুভূ হ'তো
অন্তঃসলিলা ফল্গু আজো কি বয়ে যেতো।
এ ধরাতে জল যদি তিন অংশ নাই নিতো
সূচাগ্র ভূমির ছলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হ'তো।
এ ধরণী যদি হ'তো অপরিবর্তনীয়
মহত্তম গুণে শুধু অপরূপ রমণীয়—
যদুপতি স্বয়ং কি মৃত্যুকে ডেকে নিতো?
পদ্ম পত্রে নীর যদি টলমল নাই হতো
মানুষ কি সব ছেড়ে তপস্যায় রত হ'তো?
এ পৃথিবী যদি শুধু নীরস কঠোর হ'তো
স্নেহ প্রেম অনুরাগ বাতাসে উধাও হ'তো!
হ'তো কি তাজমহল বাদশাজাদার প্রেমে?
পিরামিড দাঁড়াতো না মাথা তুলে মরুভূমে
এ পৃথিবী যদি শুধু পাষণ্ড নিলয় হ'তো
শ্রীচৈতন্য এসে কিবা জনে জনে প্রেম দিতো।
সর্ব্বংসহা নাই হ'তো এ পৃথিবী যদি
ধ্বংসের মাঝে হ'তো নাযে সৃজন ও নিরবধি।

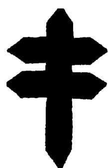
ঐ প্রত্যয়ে !

চার আর ছয় ভেঙে যত টুকরোই করি
নিজেকে ফাঁপিয়ে তুলে যতো উঁচুতেই ধরি
মাঝে মাঝে বলা কথা দিয়ে যাই যদি উল্টে—
বাঁকা হাসি হেসে যাবে রাম শ্যাম ও বুল্টে !

কবি হ'য়ে ছবি আঁকি ঘুরি ফিরি মনোরথে—
অপরে নিষেধ ক'রে কেন যাবো সেই পথে
দেখি যদি কালু ভুলু মধু বিধু হ'য়ে যায়
পতঙ্গ প্রায় কেন হবো ক্ষীণ ভাবনায় !

পান্‌টো চলে না তবু মনটা যে বড় শক্ত
কড়ি কিছু ফুরালেই চলে যায় সাথী ভক্ত
কুঁড়ে ঘরে থেকে একা নেই কোনো বিভ্রাট
ক্ষতি কি নিজেকে যদি ভেবে নিই সম্রাট,

কি হবে হিসাব করে চাঁদে আছে কত খাদ
জায়গীর নেই কিছু পাইনিতো রোয়েদাদ
অতএব ভাবি শুধু পৃথিবীটা স্থির নয়।
প্রতিদিন মরে বাঁচি রেখে ঐ প্রত্যয়।



প্রস্তর মূর্তি

কত লোকে কত কথা বলে
কত লোকে কত সুরে গান গায়
হেসে খেলে যায় চঞ্চলা নদীর মত
আমি শুনে যাই শুধু যুগ যুগান্ত ধরে
আমি শুনে যাই
নির্ব্বাক মুনির মত—
আছি নিত্য স্থির মৌন নিস্তব্ধ নিথর
দিন নেই রাত নেই জল ঝড়
রোদ নেই ছায়া নেই, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক !
তোমাদের ও ইচ্ছামত চলো
তোমাদের ইচ্ছামত কথা বলো
স্বগত ! কি জোরে ;
সশব্দ হাসির ঝর্ণা ও ছুটিয়ে দিতে পারো
ব্রতভঙ্গ তবু নয়, নিস্তব্ধ নিথর !
ক্ষোভ নেই জ্বালা নেই নেই মনান্তর ।
তোমাদের ইচ্ছামত মাতো
সৃষ্টির আনন্দ ভুলে প্রলয়ের কাজে !
দুরন্ত বেগে যদি ছোটো,
যদি ও তোলপাড় করো,
মখমল তৃণের সবুজ বক্ষ
যদৃচ্ছা পদাঘাতে দলি
আমি শুধু দেখে যাবো নিশ্চল প্রস্তর
শুনে যাবো শুধু স্থানুর মূর্ত্তিতে
নিস্পন্দ গিরির মত
ব্রতভঙ্গ তবু নয় যুগ যুগান্তরে !

দিন নেই রাত নেই বিরতি বিশ্রাম
জয় নেই, ক্ষয় নেই, নেই কোনো ভয়—
নেই কোনো করুণ বিনয় কারো কাছে—
চঞ্চল পাখীরা বাসা বাঁধে মাঝে মাঝে—
কখনও চঞ্চুতে করে ছিদ্র মনোমত
ব্যথায় কাতর নয় কঠিন হৃদয় !
যদি তারা ছায়া পায় কিছু
তাতেই প্রশান্তি
নির্লিপ্ত হৃদয় আছে একমাত্র আশা
আরো কিছু ধৈর্য, সহিষ্ণুতা
অনন্ত আকাশ তলে স্থির নীরবতা।

জীবনের হাটে

জীবনের হাটে পসরা সাজিয়ে বসি
এক সারি হ'তে অন্য এক সারি খুঁজে
প্রতিদিন ভিন্নতর,
সূক্ষ্মতর কোনো প্রয়াস লুকানো থাকে
সযতনে উপাচার ও পসারের
লোক চক্ষু পথে মেলে ধরা নিয়ে
থাকে কিছু নিরলস তবু অনায়াস
বাঙ্ময় — হাস্যাভাষ !

নির্লজ্জ ক্ষুধায় জাত ভ্রান্ত দৃষ্টিপাত
তবু কি প্রকট হয় অনধিগম্য যে !
জন্মলব্ধ জড়তার সাংকেতিক ভাষা
তবু কি প্রকাশ ঘটে অনবধানেই !
ভ্রুকুটিতে লাভ তাই দ্বেষ্য প্রত্যাখ্যান !
অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে মন
অনুরণন যে প্রতি গ্রন্থির মাঝে —
এপসরা কোনো কাজে নাই যদি লাগে
সমাদর নাই যদি হয়
পরিচয় —
কি পাবে পসারী মন ! ব্যাত্য ! পরিত্যক্ত
অথবা ভ্রষ্ট এক জীবনের হাটে ।

রোমন্থন

"কি উল্লাস আমাকে নিয়ে"
স্বগতোক্তি হয় দেখে
নিজেরি প্রতিকৃতিটা
দর্পণে ভরদুপুরে মনটা যখন দারুণ অস্থির।

চিরকাল জগতের বিচিত্র এ রীতি
শতেক চেষ্টায় বিরূপতা না হ'লে নিঃশেষ,
ভ্রান্তির না হ'লে নিষ্পত্তি
সামঞ্জস্যে স্থিতি যদি স্বপ্নেরও অতীত
যন্ত্রণায় বেদনাতুর
ইতস্তত করে অন্বেষণ
দিগ্বিদিকে ভ্রান্ত এই মন।

"কি কৌশল আমাকে নিয়ে
কি যে ব্যর্থতা আমাকে ঘিরে"—
চিন্তা যখনই জাগে
হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে রুদ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ-গমন
অতীতের প্রতি দণ্ডপল
কিভাবে অনুশীলন
সূক্ষ্ম বিচার তার করে বিক্ষিপ্ত মন
ভবিষ্যৎ হয়না তবু স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল
সামঞ্জস্য অপ্রতুল ধারা অবিকল
উদ্‌ভ্রান্ত পথধারা একই
আবার দর্পণে দৃষ্টি
স্বগতোক্তি সেই.....................।

একদিন সাধ ছিল মনে

একদিন সাধ ছিল মনে "ভালো হবো"!
হঠাৎ দেখিয়ে তার 'ভ' কেটে হ'য়েছে কালোর অক্ষর 'ক'
মূক হ'য়ে ভাবি আঁধারে ডুবেছে আলো।
আহা একি হ'লো ঠিক? একি হ'লে ভালো?

একদা বাসনা ছিল—"প্রিয় হবো সবাকার কাছে"
হাত পা সবই আছে—অন্বেষা প্রচেষ্টা
মস্তিষ্কের কোষে জাগে নবীন কল্পনা
নানা চিন্তা নানা মত ভ্রান্ত পরিক্রমা অহরহ।
ঋজু কি বন্ধুর পথ, পরিণতি ছিল না অজানা।
হঠাৎ দেখিয়ে হায় 'সবা' মুছে 'কদা' হ'য়ে গেছে
মনে মনে ভাবি সবিস্ময়ে "একি এত সাধে বাদ?
কদাকার কালি দিয়ে ঢেকে গেছে সব।"
একি চিরায়ত রীতি? জাগতিক সর্ত্তে এই ভালো?

একদিন মনে ছিল আশা বেশ—"হবো সহিষ্ণু
জীবনের পত্রপুটে নিখাদ সবুজে
অমলিন দাগ কিছু কেটে রেখে যাব—
আতপে বর্ষায় যার ক্ষয় ক্ষতি নেই।
হঠাৎ দেখিযে 'স' মুছে পরিণত 'ক্ষ'য়ে।
ক্ষয়িষ্ণু সন্তাপ দিয়ে ভাসায় অশ্রুতে,
মুছে যায় সব আশা কাল্পনিক ছবি।
আহা একি হ'লে ঠিক! একি হ'লো ভালো?
একদিন সাধ ছিল মনে "হবো পরম পবিত্র"
বজ্র কঠিন রবো চিরদিন সুদৃঢ় শপথে;

দুর্নিবার প্রলোভনে অশোভন বাসনার রাশি দূরে রেখে
দূরে রেখে বিলাসের মোহ
সংযমের বাঁধ দিয়ে সত্য অবিনাশী
রবে অনুক্ষণ জীবনের কণ্ঠহার সম।
সযতনে বন্ধ করি অন্যায়ের প্রবেশের দ্বার
ঋজু দেবদারু সম ঋজু রবো শপথে অটল;
কিন্তু হায় অকস্মাৎ দেখি একি, 'শ' মুছে কিভাবে
কুপথ হয়েছে সার।
অবসর হৃদয় কন্দরে পঙ্কিল গহ্বর ফেনায়িত
উদ্বেল মুখর।
হাস্যকার কলরোলে বলে যেন—
"সমাজদর্পনে প্রতিবিম্বিত ছবি দেখে নাও নিজে একবার"

হায় একি কদাকার!
বীভৎস কি লোল গণ্ডদেশ—
অগ্নিস্রাবী নয়নের মণি
মর্মভেদী ওঠে ধ্বনি অন্তরের অন্তস্থল হ'তে।
আহা একি ঠিক ভালো?
একি চিরায়ত রীতি জাগতিক সর্তে এই ভালো,?

বাকী কত

তীরের পান্‌সী ছাড়লে দূরে
কে আর তাকায় পিছন ফিরে? চায় না ফিরে।
চায় না হিসাব কার যে কখন সময় হবে
কান্না হাসি ফুরায়নি কার
পাওনা গণ্ডা বাকী কত?

সেথায় যাওয়া খুবই সোজা—হেঁচকাটান একটিবার
পৈতৃক নাম নিজের ধাম গয়নাগাটি কাশ্মীরি শাল
সব ভুলিয়ে হেঁচকা মারে
যতই সাধা হোক্‌না সুখে সারে গামা পাধা সারে।

বড় গলা নগ্‌দী আয়, তেরছা চোখ ভর্ত্তি বাক্স থাক্‌না যতো
চিলে কুঠী গুমটি ঘর — গোয়াল ঘরেও রীতি মতো
গহীন রাতের অন্ধকারে গোপন ক'রে সাজিয়ে রেখে
ভাবনা দিয়ে ভরিয়ে মাথা শঙ্কা দিয়ে ভরাই যতো মন
ছাড়লে পানসী কে আর পিছে দেখবে ফিরে? চায়না ফিরে।
চায়না হিসাব কারযে কখন সময় হবে।
কান্না হাসি ফুরোয়নি কার
পাওনা গণ্ডা বাকী কত!

বিস্ময়

জীবনের সুবিস্তীর্ণ পথে
দেখা হ'লো যতো
জমা হ'লো তার চেয়ে বেশী
সম্পন্ন বিস্ময়।

নয় শুধু বহুদিন—
প্রতিদিন যতো যাই,
প্রাচীনে নবীনে দেখি,
দেখি যতো ফুল ফোটে ভিতরে বাহিরে
সবি তারা অভিনব পরম বিস্ময়।

তথাপি চলার সাধ
আরো জাগে !
ঊষর মরুতে কিংবা
শিশির সজল পথে
যেখানে যখন যাই
কোমল কঠোর কিংবা
বিরূপে অরূপে পাই
সবি অভিনয় ! সবি অপার বিস্ময়।

যাত্রার শেষ পথে এসে
একি বিপন্ন বিস্ময় !
অনির্ব্বাচ্য।
অভিজ্ঞতা হয়নি সঞ্চয় ?

রৌরব

কে বলে রৌরব বহুদূরে ?
যেতে হবে মরণের পারে
তাও যদি দুঃসাধ্য হয়
অন্ততঃ বহরমপুরে।
পূর্ণ লোকালয়ে স্বর্গ যেমন আনন্দ ঘন ক্ষণে
স্বতঃ নেমে আসে প্রেমার্ত্ত আভাষে
মধুক্ষরা উল্লাসে
কিংবা উন্মাদনায় ভরে গৃহের প্রতিটি কোন
মনের প্রতিটি অসূর্য্যাস্পশ্যা সুপ্ত গোপন কক্ষ
স্পন্দিত এবং মন্দ্রিত হয় বীণার ঝঙ্কারে
প্রতিটি প্রাণের গোপন কন্দরে
বাজে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা।
নরক তেমনি আসে
দুর্বার দম্ভে অতি প্রত্যক্ষে—
কখনও দুর্দ্দম ধূমকেতু সংশয়—সন্ত্রাসহীন
শাস্ত কি দুর্ব্বল, প্রিয় কি নিরুপম
বিচারের সীমা ভুলে
সে আসে নির্মম কঠিন রূপে
মসীকৃষ্ণ তমসায়—
নির্দ্বিধায় ছিদ্র খুঁজে কিংবা কোনো মারাত্মক ভুলে
অসংলগ্ন কোনো বা মুহূর্ত্তে অকল্প নৈকট্যে—
হয়ত বা কোনই প্রকাশ ঘটেনা মনের বাহিরে
রৌরব নামটি হয় সার্থক
একান্ত সঙ্গোপনে।

ভিন্ন গান

সেদিন যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন দীঘির পাড়ে তিনি
কাকচক্ষু জল আয়না হ'য়েই ধরলো কায়া বুকে;
সেদিন যখন চটুল হাসির রেখাটি ছিল মুখে
জলের শব্দে হাসির আওয়াজ শোনেন রিনি ঝিনি।

দুহাত ভরেই নিলেন যখন দীঘির কালো জল
সোহাগ মগন কাজল দীঘি গর্ব্বে ওঠে ফুলে;
সুজন-পরশ জাগিয়ে কাঁপন হাওয়ায় টলোমল
সকল অঙ্গ অধীর উছল, উঠলো দুলে দুলে।

অনেক বছর কাটিয়ে আবার এলেন যেদিন ফিরে
উড়ছিলো তাঁর হাওয়ায় কিছু বিরল টাকের চুল।
অবহেলায় জল সরে যায় এপার থেকে ধীরে,
ভাবেন তখন হয়কি এমন চোখের কানের ভুল
কোথায় ছবি কোথায় সে গান, ঝিঁঝিঁ শোনায় ডাকি
ঝড়ের শেষে সন্ধ্যা বেলায় দেখার কি আর বাকী।
এলেন যখন পথের মাঝেই সবই ক্রমে রেখে
দেখার শেষ হ'য়েই গেছে যেতে পারেন লিখে।

প্রতিদিন

প্রতিদিন ইচ্ছা হয় এই প্রাণ সঁপি অপঘাতে
অসম্ভব ! তবু যাওয়া তিলে তিলে ক্রমশঃ এগিয়ে
যে ভাবে জ্বলন্ত সূর্য্য অগোচরে অনুদিন ক্ষীণ,
যে ভাবে প্রাচীন দীর্ঘ বটবৃক্ষ শক্তিহীন হয়,
যেভাবে ঐ খরস্রোতা স্রোতস্বিনী আপনি শুকায়
যদিও সেভাবে নয়,
তার চেয়ে তীব্রতর বেগে
প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাই অবক্ষয়ে মৃত্যুর নিকটে
অলব্ধ সাহস তবু, ত্রিশঙ্কুর স্থিতি কম্পমান
উদগ্র বাসনা তবু
প্রতিদিন বৃদ্ধিপায়।

আকাঙ্খার রেশ যত জমা হয় সারাটি জীবনে
হিসাবের খাতা খানি পূর্ণ হয় যত বেহিসাবে
নিজের মনের সাথে খেলা হয় তত দ্রুততর
তখনই মনে হয়
অনিশ্চয় কেন পথ চলা
তখনই ইচ্ছা হয় এই প্রাণ সঁপি অপঘাতে
ত্বরান্বিত হোক শুধু সেইদিন
নব জন্মান্তর।

ফল্গু

সুবিস্তৃত মরুবুকে বালি ছাড়া নেই কিছু
উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে শুধু অগ্নিক্ষরা সূর্য্যতাপ!
তবু তার নেই কোনো আকুলতা সন্তাপ!
অন্তঃ সলিলা ফল্গু নিরুচ্ছ্বাস নিস্তরঙ্গ
তবু সে প্রদৃপ্তমানা ধরনীর মর্মস্থলে
নাই কোনো আবিলতা কৃত্রিমতা আত্মঘাতী
বেদনার গ্লানি নাই স্তরে স্তরে যেনাযিত,
শুভ্রতার ঋজু রেখা
দিগক হয়নি যেথা উদগ্র সভ্যতার সম্মোহ আকর্ষণে
অবরুদ্ধ নয় যার সম্মুখ যাত্রার গতি—
যে গতিতে অস্তিত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান!
বহমানা ফল্গু তাই নয় শুধু তীর্থনীরা;
সঞ্চারিনী প্রাণময়ী গুপ্ত মন্দাকিনী সে
জানায় যে বিদগ্ধ জনে অতি সংগোপনে—
যে হৃদয় অভ্যন্তরে প্রীতির লাবণ্য রেখা
ঠিক যেন ফল্গুধারা
অশক্ত অক্ষম তনু
কিংবা হোক সাথী হারা
তবু সে নিরুদ্ধ নয়, নয় কোনো প্রতিবন্ধী!
মধুস্যন্দী — প্রীতিধারা
দেয় তারে সঞ্জীবনী।

নতুন প্রভাত

দুঃখের নদীতে ডুব দিতে দিতে হাত পা অবশ হ'লে
অদম্য আশা জেগে থাকে তবু প্রেরণা হয় না শ্লথঃ
সমুখের বাধা ঢেউ হ'য়ে ভেঙ্গে নাই যদি দূরে সরে
নদির অপর কূল তবু ডাকে-কল্লোলিনী তারা ভাষা
তীর রেখাখানি থাক্না যতই দূরে, নিঃসীম সে নয়
সময় হোক্না যতই চঞ্চল তবু আশা যে দুর্জয়।

হিমগিরি পথে উঠিতে নামিতে হাত পা অবশ হ'লে
দুর্দম বায়ু বেগে আসে ধেয়ে প্রেরণা হয়না শ্লথ
উৎরাই যদি চড়ায়ের মাঝে আরো উঁচু হয় ক্রমে,
তুষার শুভ্র পবিত্রতায় সঞ্চারে মৌন ভাষা।
শৈল শিখর হিমময় হোক্, হোক্না দুরূহ যত
পশ্চাতে তার স্থির কল্যাণ আছেই সঙ্গোপনে।
সমুখের বাধা বিচূর্ণ হয়ে নাই যদি দূরে সরে
নতুন প্রভাত করিবে ধন্য রক্ত রবির করে।

এই লেখকের অন্যান্য বই :—

অকিঞ্চন (কাব্যগ্রন্থ)
ভবিতব্য (উপন্যাস)
নয়ন (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ